ক্ষতিপূরণ এবং সুবিধাসমূহ সংক্রান্ত নীতিমালা
Compensation and Benefit Policy

প্রধান তত্ত্বাবধায়ক	ঃ	এ.জি.এম. কমপ্লায়েন্স এবং ই.এম.এস.
বাস্তবায়কারী	ঃ	সকল বিভাগীয় প্রধান
প্রণয়নের তারিখ	ঃ	০১/০১/২০১১ ইং
সর্বশেষ সংশোধনী	ঃ	০১/০১/২০১৯ ইং
পূনরায়- সংশোধন/ বিবেচনা	ঃ	সময়, অবস্থা, স্থানীয় আইনের পরিবর্তন/ সংযোজন/ বিয়োজন, আর্ন্তজাতিক আইনের পরিবর্তন/ সংযোজন/ বিয়োজন, ক্রেতার চাহিদা এবং অডিট রির্পোটের ভিত্তিতে।
অনুমোদনক্রমে- ব্যবস্থাপনা পরিচালক (স্বাক্ষর ও তারিখ)	ঃ	

মজুরী ও সুবিধাদি ঃ
পোষাক শিল্প প্রতিষ্ঠান দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী শ্রমিকদের অন্ততঃ পক্ষে সর্বনিম্ন ক্ষতি পূরণসহ তার মোট মজুরী, সুবিধাদি ও অন্যান্য প্রাপ্য প্রদান করে।

কারখানা কর্তৃপক্ষ দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী শ্রমিকদের অন্ততঃ পক্ষে সর্বনিম্ন ক্ষতি পূরণসহ তার মোট মজুরী, সুবিধাদি ও অন্যান্য প্রাপ্য প্রদান করে।

চাকুরীর শর্ত মোতাবেক বা কোন আইন মোতাবেক বা নিস্পত্তি বা আদালতের সিদ্ধান্ত মোতাবেক যেভাবেই হোক না কেন চাকুরীর শর্ত পূরণ সাপেক্ষে যা কিছু পরিশোধযোগ্য তাকে অত্র কারখানা মজুরী হিসাবে সংঙ্গাহিত করে। মজুরী বহির্ভূত বিষয় সমূহ হল আবাসিক সুবিধা, সরবরাহকৃত আলো, পানি, চিকিৎসা ভাতা বা যে কোন ধরণের সুবিধা যা সাধারণ ভাবে নিদিষ্ট নয়।

মজুরী পরিশোধের মেয়াদ ঃ
প্রতি মাসের ৭ কর্মদিবসের মধ্যে শ্রমিকদের মজুরী পরিশোধ করা হয়।

মজুরী ও সুবিধাদি ঃ
মজুরী অধ্যাদেশ এস আর ও নম্বর ২৩ আইন/২০১৯ সন সরকারী নিয়ম মোতাবেক বেতন দিয়ে থাকি। সরকারী নিয়ম মোতাবেক বেতন, খাদ্য ভাতা, চিকিৎসা ভাতা, বাড়ী ভাড়া, যাতয়াত ভাতা, ওভারটাইম, ইনক্রিমেন্ট, পদন্নতি প্রভৃতি প্রদান করে থাকি।

প্রত্যেক শ্রমিককে তার গ্রেডের ভিত্তিতে নিম্নতম মজুরী প্রদান করা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশ নূন্যতম মজুরী বোর্ড কতৃক ঘোষিত নুন্যতম মজুরী নিন্মরূপ:-

গ্রেড	মূল মজুরী	বাৎসরিক মজুরী বৃদ্ধির হার	বাড়ী ভাড়া ভাতা (টাকা) (মূল মজুরীর ৫০%)	চিকিৎসা ভাতা (টাকা)	যাতায়াত ভাতা (টাকা)	খাদ্যভাতা (টাকা)	সর্বমোট
১	১০৯৩৮	৫%	৫৪৬৯	৬০০	৩৫০	৯০০	১৮২৫৭
২	৯০৪৪	৫%	৪৫২২	৬০০	৩৫০	৯০০	১৫৪১৬
৩	৫৩৩০	৫%	২৬৬৫	৬০০	৩৫০	৯০০	৯৮৪৫
৪	৪৯৯৮	৫%	২৪৯৯	৬০০	৩৫০	৯০০	৯৩৪৭
৫	৪৬৮৩	৫%	২৩৪২	৬০০	৩৫০	৯০০	৮৮৭৫
৬	৪৩৮০	৫%	২১৯০	৬০০	৩৫০	৯০০	৮৪২০
৭	৪১০০	৫%	২০৫০	৬০০	৩৫০	৯০০	৮০০০

প্রান্তিক সুবিধাদিঃ

- ✓ বাৎসরিক মজুরী বৃদ্ধিঃ
  - মূল মজুরীর ৫% হারে বাৎসরিক ভিত্তিক মজুরী বৃদ্ধি পাবে
  - পরবর্তী বছর এই বৃদ্ধি ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পাবে।
- ✓ মূল বেতনের সঙ্গে ৫০% বাড়ী ভাড়া
- ✓ চিকিৎসা ভাতা ৬০০ টাকা
- ✓ খাদ্যভাতা ৯০০ টাকা
- ✓ যাতায়াত ভাতা ৩৫০ টাকা।

আমরা নিম্ন রূপে শ্রমিকদের মজুরী ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদি দিয়ে থাকি।

মোট মজুরী-

* মূল মজুরী
* বাড়ী ভাড়া
* চিকিৎসা ভাতা
* যাতায়াত ভাতা
* খাদ্য ভাতা
* অন্যান্য ভাতা
* হাজিরা বোনাস
* অতিরিক্ত কার্যঘন্টা

হাজিরা বোনাসের হারঃ

কারখানার ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ আনন্দের সাথে নিম্নলিখিত হাজিরা বোনাসের হার ঘোষনা করছেঃ

ক্রঃ নঃ	পদবী	বোনাসের হার
০১.	অপাটের	৫৫০/=
০২.	হেলপার (সুইং এবং ফিনিশিং)	৪৫০/=
০৩.	পলি,ফোল্ডিং, আয়রন, কোয়ালিটি ইন্সপেক্টর	৫৫০/=
০৪.	কাটিং হেলপার	৪৫০/=

অতিরিক্ত কাজ ঃ

প্রতি মাসের ৭ কর্মদিবসের মধ্যে ওভার টাইম ও মজুরীর টাকা পরিশোধ করা হয়। সরকারী ঘোষনা এফ/ আই. এল. ও/ বিজিএমই এ / ২০৭/৮৮/সিআই এফ এন্ড ইং (তারিখ ঃ এপ্রিল -০৯/২০০৪) অনুসারে হিসাব করা হয়ে থাকে।

ও.টি = (মূল মজুরী * ২)/ ২০৮ সাধারনত ১ মাসে কাজ করানো হয় = ২৬ দিন, ১ দিনে কাজ করানো হয় = ৮ ঘন্টা সুতরাং ২৬ * ৮ = ২০৮

প্রদানের রশিদ ঃ

সকল শ্রমিক তাদের বেতন ও অন্যান্য সুবিধাদির পে-স্লিপ গ্রহন করে। ঐ নির্দিষ্ট মাসে বিভিন্ন খাতে তাকে কত প্রদান করা হয়েছে পে- স্লিপে তা দেখানো হয়ে থাকে।

বেতন প্রদান তথ্যাদি ঃ

বেতন প্রদান শীট/ রেজিষ্টারে নিমোক্ত বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকে ঃ

শ্রমিকের নাম, কার্ড নম্বর, মূল বেতন, খাদ্য ভাতা, চিকিৎসা ভাতা, বাড়ী ভাড়া, যাতায়াত ভাতা, অন্যান্য ভাতা, মোট টাকা, মোট কার্য দিবস, ছুটি, প্রদেয় মজুরী, কর্তন, ওটি ঘন্টা, ওটির হার, মোট ওটি প্রদান, মোট প্রদেয় এবং স্বাক্ষর।

রাজস্ব টিকেট ঃ

স্থানীয় আইন অনুসারে ১০০০ টাকার অধিক প্রদানের জন্য রাজস্ব টিকিট ব্যবহার করে। শ্রমিকগণ রাজস্ব টিকেটের মূল্য পরিশোধ করে।

সুবিধাদি ঃ

কারখানার অধীনে যে সকল শ্রমিক/ কর্মকর্তা অন্ততঃ উৎসব ছুটির পূর্ব পর্যন্ত নিয়মিত চাকুরী করবে সে বৎসরে দুটি উৎসব বোনাস পাবে ।

প্রদেয় মূলবেতনের ১০০% হিসাবে বোনাস হিসাব করা হয়।

কর্তন ঃ

বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এর ধারা ১২৫ অনুযায়ী মজুরী হইতে কর্তনযোগ্য বিষয়াদি কর্তন করা যাবে, যথাঃ

- ✓ ধারা ২৫ এর অধীন আরোপিত জরিমানা,
- ✓ কর্তব্য কাজে অননুমোদিত অনুপস্থিতির জন্য কর্তন,
- ✓ কোন শ্রমিকের হেফাজতে প্রদত্ত মালিকের কোন মালামালের ক্ষতি বা লোকসান, অথবা তিনি যে অর্থের জন্য হিসাব দিতে দায়ী সে অর্থ বিনষ্টির জন্য কর্তন, যদি উক্তরূপ ক্ষতি বা বিনষ্টির জন্য সরাসরি তার অবহেলা বা গাফলতি দায়য় হয়,
- ✓ মালিক কর্তৃক সরবরাহকৃত বাসস্থানের জন্য কর্তন,
- ✓ চাকুরীর প্রয়োজনে ব্যবহৃত কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি ব্যতীত, সরকার কর্তৃক অনুমোদিত এবং মালিক কর্তৃক সরবরাহকৃত সুযোগ-সুবিধা ও সেবার জন্য কর্তন,
- ✓ কোন অগ্রিম বা কর্জ আদায়ের জন্য কর্তন, অথবা কোন অতিরিক্ত মজুরী প্রদানের ক্ষেত্রে উহা সমন্বয়ের জন্য কর্তন,
- ✓ শ্রমিক কর্তৃক আয়কর বাবদ কর্তন,
- ✓ কোন আদালতের আদেশে কর্তন,
- ✓ ভবিষ্য তহবিল আইনানুযায়ী কর্তন,
- ✓ কোম্পানী কর্তৃক সংরক্ষিত বীমা স্কীম প্রদানের জন্য কর্তন,
- ✓ শ্রমিকগণের অথবা তাদেও পরিবারের সদস্যগণের কল্যাণের জন্য সরকারের অনুমোদনক্রমে মালিক কর্তৃক গঠিত কোন তহবিল অথবা তৎকর্তৃক প্রণীত কোন স্কীমের জন্য শ্রমিকগণের লিখিত সম্মতিতে চাঁদা কর্তন,
- ✓ চেক-অফ পদ্ধতিতে সিবিএ ইউনিয়নের জন্য চাঁদা কর্তন।

জরিমানা ঃ

কর্তৃপক্ষের পূর্ব অনুমোদিত এবং উপধারায় প্রদত্ত নোটিশের দ্বারা মালিক কর্তৃক বিজ্ঞাপিত কোন কাজ বা ত্রুটি বিচ্যুতিসমূহ ছাড়া অন্য কোন কারণে নিযুক্ত ব্যক্তির জরিমানা আরোপ করা যাবে না।

তথ্যাদি সংরক্ষণঃ

কোম্পানীর কর নিরীক্ষা শেষ হওয়া পর্যন্ত এক বৎসরের জন্য বেতন শীটসহ সকল প্রদানের তথ্য সংরক্ষণ করা হয়।

বিদ্যমান আইন ও ইহার যথাযথ প্রয়োগ এবং এ ব্যাপারে কর্মীদের সচেতন করার বিষয়াদি নিম্মোক্ত ব্যক্তিবর্গ তদারকি ও নিশ্চিত করে থাকেন।